সংবাদ

তারিখ 18 FEB 2014
পৃষ্ঠা ২২ কলাম ২

গ্রন্থমেলায় ডিজিটাল আয়োজন

মাহাবুবা আক্তার

অমর একুশে গ্রন্থমেলার ৩১তম আয়োজন চলছে বর্ধমান হাউস বা বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণ ও একাডেমি সম্মুখস্থ ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে। সব শ্রেণীর মানুষের পদচারণা ও তথ্যপ্রযুক্তির ছোঁয়ায় জমে উঠেছে এবারের গ্রন্থমেলা। অন্যবারের চেয়ে এবারের মেলার চিত্র খানিকটা ভিন্ন। তথ্যপ্রযুক্তির অগ্রযাত্রায় এবারও গ্রন্থমেলায় রয়েছে প্রযুক্তির নানা ছোঁয়া। স্টলগুলোতে ঠাঁই পেয়েছে ডিজিটাল প্রকাশনা ও প্রযুক্তির বইয়ের সম্ভার। বড় পর্দায় মেলার প্রচার, ই-তথ্যকেন্দ্র, ওয়েবসাইটে গ্রন্থমেলার তথ্য ও কার্ডের মাধ্যমে বই কেনার সুযোগসহ প্রযুক্তির বহুমুখী সুবিধা রয়েছে এবারের মেলায়।

ই-তথ্যকেন্দ্র : মেলায় আগতদের সুবিধার্থে স্থাপন করা হয়েছে ই-তথ্যকেন্দ্র। প্রায় অর্ধসহস্র স্টলে কী বই এসেছে, কোন অবস্থানে কোন প্রকাশনীর স্টল রয়েছে তার মানচিত্র সহজেই জানার জন্য এই ই-তথ্যকেন্দ্র। ই-তথ্যকেন্দ্রের দু'পাশে দুটি স্পর্শনির্ভর মনিটরের মাধ্যমে আগতরা মুহূর্তেই যে কোন প্রকাশনী, বই ও লেখক সম্পর্কে তথ্য জানতে পারছেন। প্রকাশক, প্রকাশনী অনুযায়ী প্রকাশিত বই দেখতে পারছেন। কিবোর্ড এবং টাচের মাধ্যমে বাংলা যে কোন বর্ণ চেপে ওই বর্ণ দিয়ে নামের বই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে সহজেই। দেখে নিতে পারছেন কোন পথে গিয়ে তিনি পৌঁছতে পারবেন পছন্দের স্টলে। বাংলা একাডেমির ওয়েবসাইটও দেখা যাচ্ছে সংশ্লিষ্ট স্টলে। এখান থেকে দর্শনার্থীরা সহজেই গ্রন্থমেলার বিভিন্ন তথ্য পাচ্ছেন।

একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৪ : এবারের গ্রন্থমেলায় মোট ২৯৯টি প্রতিষ্ঠানকে ৫৩৪টি ইউনিট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে মেলার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের অংশে ২৩২টি মূল প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানকে ৪৩২টি ইউনিট; বাংলা একাডেমির ভিতরের অংশে ২৪টি শিশু-কিশোর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানকে ৩৩টি ইউনিট এবং সরকারি প্রতিষ্ঠান-মিডিয়া ও অন্যান্য ৪৩টি প্রতিষ্ঠানকে ৬৯টি ইউনিট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এবার উন্মুক্তসহ ৫৫টি লিটল ম্যাগাজিনকে লিটল ম্যাগাজিন কর্নারে জায়গা করে দেয়া হয়েছে। একইসঙ্গে লিটল ম্যাগাজিন কর্নারটি লিটলম্যাগ আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব প্রয়াত কবি খোন্দকার আশরাফ হোসেনের নামে নামকরণ করা হয়েছে। এছাড়া গ্রন্থমেলায় বাংলা একাডেমি প্রকাশিত বই ৩০ শতাংশ কমিশনে এবং মেলায় অংশগ্রহণকারী অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ২৫ শতাংশ কমিশনে বিক্রি করবে।

তথ্যপ্রযুক্তির প্রকাশনা : অন্য বছরের মতো এবারের গ্রন্থমেলায়ও এসেছে প্রযুক্তির বই। তবে যুক্তি নিয়ে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের পরিমাণ কম থাকায় তুলনামূলকভাবে এবারের গ্রন্থমেলায় তথ্যপ্রযুক্তির বইয়ের পরিমাণ কম।

এরপরও ই-কমার্স, প্রাকটিক্যাল নেটওয়ার্কিং, ওয়েব ডেটা মাইএসকিউএল, ওডেস্ক, ফ্রিল্যান্সিং নিয়ে অনেক বই প্রকাশিত হয়েছে মেলায়। তবে ঘরে বসে কম্পিউটার শেখা বা বিভিন্ন প্রোগ্রামিংয়ের জন্য লেখা বই বেশি চলছে বলে জানালেন প্রকাশকরা। বিক্রির দিক থেকে এসব বইয়ের মধ্যে রয়েছে মাস্টার এক্সপি ২০১০, মাইক্রোসফট এক্সপি হাতেখড়ি ২০১০, এডোব ফটোশপ-ইলাস্ট্রেটর সিএস ৫ ও ৬, কম্পিউটার ইউজার গাইড (৪৫টি প্রোগ্রাম), ভিজ্যুয়াল বেসিক ডট নেট, ইন্টারনেটে ঘরে বসে আয়, সিসকো নেটওয়ার্কিং, ডিপ্লোমা ইন কম, অটোডেস্ক মায়া ৮.৫, ডাটাবেজ প্রোগ্রামিং, গ্রাফিক্স এনিমেশন, থ্রিডি মডেলিং অ্যান্ড অ্যানিমেশন, ইলেকট্রিসিটি অ্যান্ড কম্পিউটার, কম্পিউটার হার্ডওয়্যার মেনটেন্যান্স ও ট্যাবল বটিং, আর্ট অ্যান্ড প্রোগ্রামিং কনটেস্ট, লিনাক্স ইন্টারপ্রাইজ সলিউশনসহ অনেক বই।

কার্ড দিয়ে বই কেনা : ডিজিটাল সুবিধার অংশ হিসেবে এবারের মেলায় কয়েকটি প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ব্যাংকের ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে বই কেনার সুযোগ রেখেছে। ফলে পকেটে যথেষ্ট টাকা না আনলেও কার্ডের মাধ্যমে বই কিনে ঘরে ফিরতে পারছেন ক্রেতা-পাঠকরা। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ক্রেতাদের আধুনিক সব সুবিধা দিতে কার্ডের মাধ্যমে পরিশোধের এ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

অনলাইনে বইমেলার তথ্য : অনেকেই নানা কারণে মেলায় উপস্থিত হতে পারবেন না। তাই বলে গ্রন্থমেলার স্বাদ কণ্ঠটা হলেও নিতে পারবেন না তা কি হয়। তাই আগ্রহীদের গ্রন্থমেলা সম্পর্কিত বাড়তি তথ্য প্রদানের লক্ষ্যে কয়েকটি ওয়েবসাইটে বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট ছাড়া বাংলা একাডেমির ওয়েবসাইট www.banglaacademy.org.bd, www.ekushcyboimela.com, www.lekhok.net, সহ কয়েকটি ওয়েবসাইটে গ্রন্থমেলা সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া কয়েকটি অনলাইন পত্রিকা গ্রন্থমেলা উপলক্ষে নিয়মিত সেবা প্রকাশ করছে।

রয়েছে ওয়াইফাই সুবিধা : মেলা প্রাঙ্গণকে ওয়াইফাইয়ের আওতায় আনা হয়েছে। চালু হওয়ার পর থেকেই মেলা প্রাঙ্গণে দেখা যায় ওয়াইফাই ব্যবহারকারীদের। বিশেষ করে তরুণ-তরুণীরা মোবাইল ফোন ও ল্যাপটপে ওয়াইফাই ব্যবহার করতে পারছেন। বন্ধু, পরিচিতদের সামাজিক যোগাযোগ সাইটগুলোর মাধ্যমে জানিয়ে দিতে পারছেন মেলায় এসে নানা অভিজ্ঞতার কথা।